পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রাদিদেবগণের পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া স্বার্থসাধক নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেব দেবরাজ ইন্দ্রের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতেছেন—

হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র স্বার্থসাধক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন—হে প্রভো! আপনি নরককে বধ করিয়া আমার জননী অদিতির কুণ্ডলাদি আনিয়া দিউন। শ্রীকৃষ্ণও ইন্দ্রের প্রার্থনায় নরকবধ-পূর্ব্বক কুণ্ডলাদি আনয়ন করিয়া অদিতিকে সমর্পণ করেন। তথাপি সত্যভামার প্রার্থনায় পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের উপরে স্থাপন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বে নিজে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিরীটকোটি দ্বারা যাহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, এইক্ষণ সাধারণ পারিজাত বৃক্ষের জন্য তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অহো! দেবগণের ঐশ্বর্য্য-জনিত কি মহীয়ান্ ক্রোধ!

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৯।১৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের ভজনানন্দে যাঁহাদের চিত্ত গাঢ় আবেশপ্রাপ্ত, তাঁহারা যে সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও অনাদর করিয়া থাকেন, তাহাই শ্রীভগবান কপিলদেবের শ্রীমুখ বচনে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীভগবান্ নিজজননী দেবহুতিকে কহিলেন—হে মাতঃ! যাহারা আমার মানুষ অর্থাৎ আমার ভজনরসে রসিক তাহারা আমার সেবার উপযোগিতা ভিন্ন সুখৈশ্বর্য্যকামনায় সালোক্য (সমান লোকে বাসের অধিকারপ্রাপ্তি) সার্ষ্টি (ভগবানের সমানৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি) সারূপ্য (ভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি) সামীপ্য (শ্রীভগবানের সমীপে যাইবার অধিকার প্রাপ্তি) সাযুজ্য (একত্ব)—এই পাঁচপ্রকার মুক্তি আমি তাহাদিগকে দিলেও তাহারা গ্রহণ করে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৫২ শ্লোকেও ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে ভগবদ্ভক্তিকেই ভগবৎসন্তোষের একমাত্র হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিলেন—হে ভ্রাতৃবর্গ! দান, তপঃ, যাগ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি শ্রীহরিকে সন্তোষ করিতে পারে না, একমাত্র